জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি ইঞ্চি ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে চৈত্র বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 6th April. 1960 { ৪৫শ সংখ্যা

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

শিক্ষা বলিতে লেখাপড়া শিক্ষা বুঝায় সাধারণতঃ "শিক্ষিত" শব্দে লেখাপড়া জানা লোককেই বুঝায়। এখন বিদ্যালয়ে পাশ ক'রে সার্টিফিকেট পেলে তো কথাই নাই। সম্প্রতি এই শিক্ষার পরীক্ষা নিয়ে পশ্চিম বাংলার বিশেষ ক'রে কলকাতায় যে প্রশ্ন কঠিন হওয়া ও ছেলেদের হুজ্জত হাঙ্গামা নিয়ে যে বিভ্রাট হ'য়ে গেল, শিক্ষাক্ষেত্রে এ একটা বিষম নিন্দার কথা। পুলিশ মোতায়েন রেখে ছেলেদের পরীক্ষা কেন্দ্রকে জেলখানায় পরিণত করা কি কম অপমানের কথা! ছাত্রেরা প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাহাতে কোন অসদুপায় অবলম্বন না করে তজ্জন্য যে সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে তাহা পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদের গার্ড বলা হয়। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে অনেক নিরীহ সজ্জন এই কার্য্যের ভার নিতে ভয় করেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব হইতে দেশ আর মা সরস্বতীর প্রদত্ত কৃপা হইতে মা লক্ষ্মীর কৃপার অধিকারী হয় না।

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতী, ধন সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী মা লক্ষ্মী ছিলেন। এখন এক নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁর নাম বলা চলে মা ভোটেশ্বরী। ভারত এখন গণতন্ত্র অনুসারে শাসিত। কাজেই ভোট যিনি বেশী পাইবেন তিনিই যোগ্যতা লাভ করিবেন। যতই অযোগ্য হউন তিনি সুখের তক্তে উপবেশন করা তাঁহারই ভাগ্যে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে সব পরীক্ষা করিয়া ছাত্রদের যোগ্যতার তকমা দেয়, তার দুর্গতি দেখিয়া গেঁয়ো লোকেরা মন্তব্য করেন—আজকাল বি. এ. ব্যা, এম. এ. 'ম্যা', এফ. এ ফ্যা। অনেকেই এক পুরাতন প্রবাদ আবৃত্তি করেন—

"লেখাপড়া কিসের কি,
কপাল কেবল গোড়া
লক্ষ্মীকান্তা গোবর কুড়ায়,
রামা চড়ে ঘোড়া।"

এক গল্প তারা বলেন।

লক্ষ্মীকান্ত আর রামকান্ত দুই ভাই পিতার ১৬ বিঘা জমি ৮ বিঘা ক'রে ভাগ ক'রে নেয়।

লক্ষ্মীকান্ত বি. এ. পাশ আর রামকান্তর লেখাপড়া প্রাইমারী পর্য্যন্ত। তাকে তার বিদ্যার ওজনে কেউ রামকান্ত না ব'লে সবাই রামা বলে ডাকতো। রামা ৮৲ টাকা বেতনে নীলকর সাহেবদের নীলের জোয়ারদারী চাকরী নিলে। সাহেবরা তাকে একটা ঘোড়া দিলে। সে সেই ঘোড়ায় চড়ে নীলের তদন্ত করে বেড়ায়। রামা গৃহস্থদের আবাদী জমিতে বাঁশের খুঁটো পুঁতে জানিয়ে দেয়—সাহেবের হুকুম এই জমিতে নীল আবাদ করতে হবে। নিরীহ গৃহস্থ এই সংবাদে প্রমাদ গণে আর রামাকে গোপনে ডেকে ১০৲ দিয়ে খুসী করে। রামা রোজ পকেট ভরে টাকা নিয়ে আসে। ৮ টাকা মাইনের চাকরীতে দালান বাড়ী করে ফেল্‌লে। ওর দাদা বি. এ. পাশ ক'রে গ্র্যাজুয়েটের সম্ভ্রমমত চাকরী পায় না। ঘরে বসে থাকে। পথে যদি গোবর দেখে তা নিয়ে জমির সার হবে আশায় বাড়ীতে ডোবা ক'রে তাতেই ফেলে। লোকে দুই ভাই-এর অবস্থা তুলনা ক'রে ছড়া বলে—

লেখাপড়া কিসের কি
কপাল কেবল গোড়া,
লক্ষ্মীকান্ত গোবর কুড়ায়
রামা চড়ে ঘোড়া।

শিক্ষা পাঠশালা ইস্কুলে শুধু হয় না। মা-বাপের, পাড়াপরশীর কাছেও অনেক শিখে। ছেলেকে বাবা বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগ পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা মুখে আনিবে না। পড়া'তে পড়া'তে কে যেন দরজায় কড়া নাড়া দিল। বাবা খোকাকে বল্লেন দেখ্‌তো কে? ছেলে এসে খবর দিলে—যে বাড়ী ভাড়া নেই সেই এসেছে। বাবা খোকাকে আদেশ করলেন—বল্ বাবা বাড়ীতে নাই। ছেলে যদি সৎ হয় তখুনি বাপের আজ্ঞা পালনও করবে সত্য কথাও বল্‌বে—বাবা বল্‌লে—সে বাড়ীতে নাই। এমন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ খুব বিরল।

পরীক্ষা ও শিক্ষা

এক বৃদ্ধ ডাকাতের সর্দ্দার নিজের ছয় ছেলে ও অনেকগুলি শাগরেদ নিয়ে লুণ্ঠন ব্যবসা চালাইত। সবকে বুঝাইত—দেখ, আমি ডাকাইতি করিতে যাবার আগে যে কালী-মায়ের আরাধনা করি এই ভক্তি আমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে, তাই ধরা পড়ি না। মায়ের দয়াই আমার বল বুদ্ধি সব। কত মামলায় পুলিশকে বেকুব বানিয়ে বে-কসুর খালাস হয়েছি—তাতো তোরা সকলেই দেখেছিস্। সরদার এবার সবকে নিয়ে একটা বড় ডাকাতি করে বহু টাকার মাল পেয়েছে। তার মতলব—ছয় ছয়টা ছেলে আর সে মোট সাত জন, আর সব ডাকাত একা একা; ওরা আমার সঙ্গে যুঝে পারবে না।

যখন শাগরেদরা সরদারের কাছে এসে মাল ভাগ করার জন্য অনুরোধ করে, তখন বুড়ো নানা ওজর করে। কখন বলে এখনও পুলিশ গোয়েন্দা ফিরছে। সব চুপচাপ হ'য়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হোক, তখন যার যা ন্যায্য অংশ তাকে দিয়ে দিব। ছটফট্ করিস্‌নে। 'সবুরে মেওয়া ফলে" এটা মহাপুরুষের কথা। সব শাগরেদ বুড়োর কাছে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। ক্যাবলা বাগদী একদিন মনে মনে বুদ্ধি আঁটলো। বুড়োকে মা-কালীর আদেশ দিয়ে জব্দ ক'রে ভাগ নিতে হবে।

বৃদ্ধের এক ছেলে বাবাকে বল্লে—দেখ শাস্ত্রে বলে—বিশ্বাসঘাতকের মত পাপী নাই। ওরা আমাদের বিশ্বাস ক'রে মাল রেখেছে। সব ডেকে ভাগ ক'রে দিলেই হয়। বুড়ো সরদার ছেলের মুখে শাস্ত্রের নাম শুনে সব ছেলেকে ডেকে নিজের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করালে—পিতৃ-আজ্ঞা শাস্ত্র চেয়ে কম নয়। আমার আদেশ—তোরা যেখানে শাস্ত্র পাঠ হবে সেখানে যাবিনে—শাস্ত্রের কথা যেন কানে না যায়।

একদিন সেই, যে ছেলে শাস্ত্রের কথা বলেছিল—এক রাস্তা দিয়ে আসছে। পথের মধ্যে হিন্দুস্থানী-

দের রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হ'য়েছে। রামায়ণের কথা কানে গেলে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। সেই ভয়ে সে কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে আসতে আসতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে এক কানের আঙ্গুল একটু ফস্‌কে গিয়ে তার কানে পাঠক পণ্ডিতজীর "দেওতাকো ছায়া নেহি" হঠাৎ "দেবতার ছায়াহীন দেহ" এই বাক্যটি প্রবেশ করলো। সরদারের ছেলে বাড়ী এসে পিতার পায়ে পড়ে কাতরস্বরে বল্‌লে—বাবা, আজ দৈবাৎ শাস্ত্রের কথা কানে গিয়াছে। বৃদ্ধ সরদার জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা শুনেছিস্, বল্‌তো।

ছেলে—দেওতাকো ছায়া নেহি।

বাবা—ওতে কিছু অপরাধ হবে না। দেবতার ছায়া থাক আর নাই থাক ওতে আমার পেশার কোন ক্ষতি হবে না। যা মনে দুঃখু করিস্‌নে।

সেই রাত্রেই শাগরেদ ক্যাবলা বাগদী কালীর মুখোস মাথায় প'রে সরদার যে বারান্দায় ঘুমাচ্ছে, তার মাথার দিকে ব'সে—বলে উঠলো দেখ সরদার আমার সাধনা ক'রে—যে অর্থ পেয়েছিস্ তা যদি অন্য সবকে ভাগ না দিস্ তবে তোর ছয় বেটাকে একদিনে বিনাশ করবো। সরদার হাত দুটি জোড় করে বল্লে—মা কালই আমি সবকে ডেকে ভাগ দিব। যখন কালীমূর্ত্তি ক্যাবলা উঠোনে নেমেছে, জোছনা রাত্রে তার ছায়া পড়েছে। আজই সরদার তার ছেলের কাছে শুনেছে—দেবতার ছায়া নাই। তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি মা-কালীর পিছু ধাওয়া ক'রে তাকে ধ'রে ছেলেদের ডাকলো—তারা কালীর মুখোস খুলে দেখলো—ক্যাবলা বাগদী। ওকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় করলো। তখন সরদার সব ছেলেকে বল্‌লে—দেখ শাস্ত্র মানতে হবে। শাস্ত্রের কথায় আজ প্রায় লক্ষ টাকা বেঁচে গেল। তখন ওরা প্রত্যহ শাস্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিয়া জন্মের মত ডাকাইতি ছাড়িয়া দিবার সংকল্প করিল।

আমাদের স্বাধীন দেশের গণতন্ত্রে এক নায়কত্বের সর্ব্বেসর্ব্বা খুব শিক্ষা পেয়ে শেষ অবধি পঞ্চশীলে পঞ্চমুখ হইয়া আগামী বিশে এপ্রিল গৌতম বুদ্ধের খাস ভক্ত (প্রা) চীন দেশের প্রধান মন্ত্রীর সহিত খাস দিল্লীতে "অহিংসা পরমোধর্ম্মের কথা-বার্ত্তার আলোচনা হইবে।" এই পঞ্চশীলের পরিণাম পরীক্ষা বিশে এপ্রিল সুরুর কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষার মত না হয়। আমাদের আশা "সত্যমেব জয়তে"

নাট্য-প্রতিযোগিতা

জনসাধারণের উদ্যোগে ও বি. ডি. ওর প্রেরণায় গত ২০শে হইতে ২৬শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ফরাক্কা থানায় বিভিন্ন স্থানে নাটক ও যাত্রাভিনয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মোট নয়টি অনুষ্ঠান হয়। গত ২৭শে মার্চ্চ নয়নসুখে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বেওয়ার নাট্য সম্প্রদায়কে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী এস. দত্ত, অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী ডি. চ্যাটার্জি, অতিরিক্ত জেলা শাসক। ইহা ছাড়া তিনটি পৃথক কাপ ও তিনটি পদক, দল ও ব্যক্তি বিশেষকে যোগ্যতানুসারে দেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন যে এইরূপ প্রতিযোগিতা এই জেলায় এই প্রথম এবং নারীর ভূমিকায় কোনও মেয়ের অংশ গ্রহণ করা; ইহাও প্রথম ও প্রশংসার্হ। তিনি জনসাধারণকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেন ও বলেন এই প্রকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মানুষের সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার ভেদ ও গ্লানি দূর হয় ও আন্তরিকতা গভীর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। সভা শেষে বেওয়ার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "সাবিত্রী" নাটকটি অভিনীত হয় ও অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। মহকুমা শাসক শ্রী জি. এস. ব্যানার্জি ও বহু সরকারী বেসরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। —সংবাদদাতা

বন্দুক নিলামের বিজ্ঞপ্তি

৩০শে এপ্রিল, ১৯৬০, বেলা ১১ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানার বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বহরমপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিক্রয় করা হইবে।
স্বাঃ এ, সি, চট্টোপাধ্যায়, জেলা শাসক পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, আগ্নেয় অস্ত্র বিভাগ, বহরমপুর।

ফেরীঘাট নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন মনসুরখাঁচক ফেরীঘাট আগামী ইংরাজী ১১ই এপ্রিল সোমবার বেলা ১০½ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে সন ১৩৬৭ সালের জন্য প্রকাশ্য ডাকে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাধীনে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

নিলামের সর্ত্তাবলী কবুলিয়তের সর্ত প্রভৃতি নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসের, মহকুমা ভূমি সংস্কার অফিসের, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসের, এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের নোটীশ বোর্ডে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।

স্বাঃ/- জি, এস্, ব্যানার্জি
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই এপ্রিল ১৯৬০

১৩৫ খাং ডিঃ সহস্রাংশুকান্ত আচার্য্য দিং দেং মোঃ আবদুল গফুর মণ্ডল দাবি ৬৩ টাকা ৩৭ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে নারায়ণপুর ১২॥৪ বিঘা জমির কাত ১২॥৶৩ আঃ ৪০৲ খং ৩৫০ রায়ত স্থিতিবান কোর্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্য ৩০০৲

জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই এপ্রিল ১৯৬০

৫৬ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব এরফান রেজা চৌধুরী দিং দেং নির্ম্মল সাহা দিং দাবি ৩৫ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে বাগদাবড়া ৩ একর জমির কাত ৪॥০ আঃ ২০৲ রায়ত স্থিতিবান

৬১ খাং ডিঃ প্রভাতকুমার ধর দেং মহশীন আলী সেখ দিং দাবি ২৮২ টাকা ৬ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে বিনোদবাটী ১-৭৬+২৮২ জমা ১২৮৲ আঃ ৫০৲+১১৫৲ রায়ত স্থিতিবান

২০ মনি ডিঃ আবদুল ওহাব সেখ দেং মুনসুর ওরফে মুনা সেখ দাবি ১২০ টাকা ৬১ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড়া ৬॥০ শতকের কাত ।১০ আঃ ১০৲ খং ৪৫৭

৩৪ অন্য ডিঃ ভোলা সেখ দিং দেং পোলাদ সেখ দিং দাবি ২১ টাকা ৪৯ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জাফরাবাদ ১১।০১৪ বিঘার কাত ১২॥৶ তন্মধ্যে ২/১৫১ বিঘার হারাহারি মতে ২৶০ আঃ ২০০৲ খং ১৭৮ রায়ত স্থিতিবান

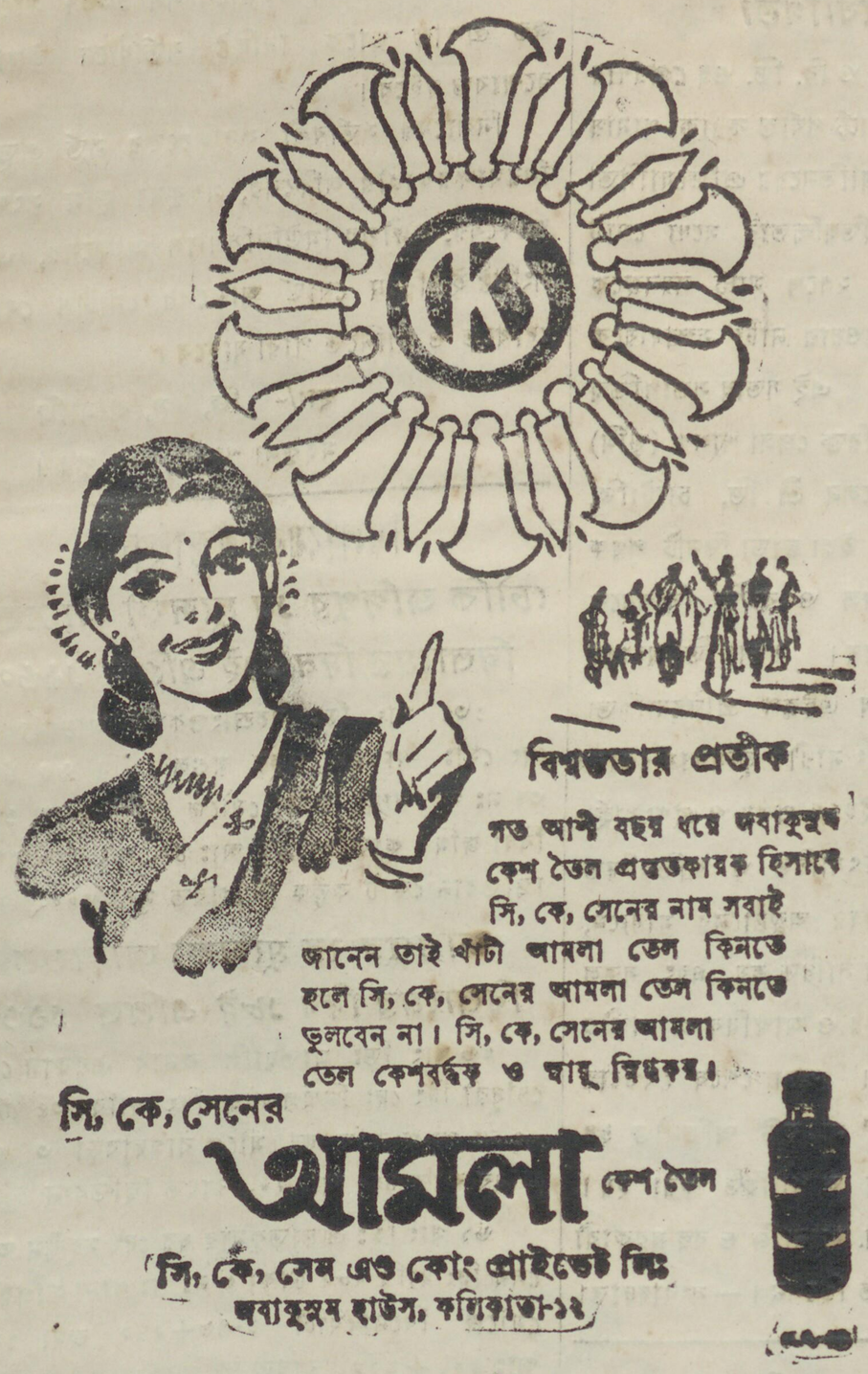

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪৫..

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য। কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটার সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।